দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 10 1999

পৃষ্ঠা: ... কলাম ...

103

উচ্চ শিক্ষা এবং কম্পিউটার

উচ্চ শিক্ষায় কম্পিউটার এখন অপরিহার্য অঙ্গ। লাইব্রেরী, ব্যক্তিগত গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে কম্পিউটার ছাড়া এখন সব কিছু অচল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত ঃ

আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় কম্পিউটার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যোগাযোগ, টাইপ, হিসাব, খেলাধুলা প্রকাশনা, গবেষণা এমন কোন কাজ নেই– যেখানে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়নি। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের বহুল ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণেই আমাদের দেশে এখনও কম্পিউটারের সার্বজনীন ব্যবহার শুরু হয়নি। কিন্তু বিদেশে বলতে গেলে সব কিছুই কম্পিউটার নির্ভরশীল।

উচ্চ-শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কর্ম উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের হাজার হাজার শিক্ষক, গবেষক, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাগণ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। বিদেশের প্রতিটি ল্যাব, বা প্রতিষ্ঠান ওয়েল ফার্নিচার বা যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত। কম্পিউটার একটি নিত্য ব্যবহৃত যন্ত্র। গবেষণা বা কর্মসূত্রে এ সব দেশীয় ব্যক্তিত্বগণ কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। প্রতিজনের জন্য

নিয়াজ পাশা

রয়েছে স্বতন্ত্র কম্পিউটার ব্যবস্থা। শুধু এ সব প্রশিক্ষণার্থিগণই কম্পিউটারে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। তাদের সাথে অবস্থানকারী পরিবার স্ত্রী, সন্তানরাও কম্পিউটার ব্যবহারে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়নে এ এক দুর্লভ সুযোগ। দেশে ফিরে এ সব অভিজ্ঞজন তাদের অভিজ্ঞতা দেশীয় উন্নয়ন ব্যবস্থায় কাজে লাগাবেন নিঃসন্দেহে।

তবে দেশে ফিরে হয়ত অনেকেই কম্পিউটার ব্যবহারের অবারিত সুযোগ পাবেন না। কোন কর্তা হয়ত-অফিসে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবেন কম্পিউটার ব্যবহারে ক্ষেত্রে। কিন্তু অধিকাংশ কম্পিউটারে অভিজ্ঞ স্ত্রী সন্তানরা এ সুযোগ পাবেন না– প্রয়োজনীয় কম্পিউটারের অভাবে। অব্যবহৃত থেকে যাবে এ সব জনশক্তি। চর্চার অভাবে অনেকেই হয়ত ভুলে যাবেন– অনেক কষ্টে বিদেশ-বিভূঁয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা। প্রতিকূল পরিবেশে এ দিকটি লক্ষ্য রেখেই অনেক শিক্ষার্থী একটি কম্পিউটার সংগ্রহের চেষ্টা করেন। স্কলারশিপের যৎসামান্য টাকা হতে বাঁচিয়ে একটি কম্পিউটার কিনেন। বাসায় স্থাপন করে স্ত্রী-সন্তানদের কম্পিউটারে দক্ষ করে তোলেন। মনে মনে আশা পোষণ করেন দেশে ফিরার সময় এটি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কাস্টমসের উচ্চ টেক্স আর এয়ারপোর্টের ধকল পেরিয়ে একটি কম্পিউটার নিয়ে আসা ক'জন বিজ্ঞানী বা শিক্ষকের ক্ষমতা রয়েছে?

এ প্রতিবেদক মালয়েশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে সেখানে উচ্চ শিক্ষারত বাংলাদেশী ছাত্রগণ এ বিষয়টি তুলে ধরেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়াতে (ইউ.টি.এম). পিএইচডি'র ছাত্র এবং ইউ.টি.এম. বিদেশী ছাত্র সমিতির সভাপতি এ.এস.এম আব্দুল আউয়াল সরকারের কাছে এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন বিজ্ঞানী বা শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফিরাকালে বিনা ট্যাক্সে একটি করে কম্পিউটার আনার সুযোগ দেয়া উচিত। এ কম্পিউটার এবং দক্ষ লোকবল দেশের উন্নয়নেই কাজে লাগবে। কম্পিউটার ব্যবহার, দক্ষ লোকবল তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করবে। কর্মপরিবেশে বেড়ে উঠা এ মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের নতুন পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর এ কর্মপরিবেশের মাধ্যমেই ব্রেন ড্রেন বা বিদেশ বিমুখি করে দক্ষ-অভিজ্ঞ মানব সম্পদকে কাজে লাগানো যাবে। কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবারের সদস্যগণ নিয়ামক ভূমিকা রেখে থাকেন। উন্নত ও আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত এ জনবলকে যদি ব্যস্ত না রাখা হয়, তবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। বিজ্ঞানী, শিক্ষক বা এ জাতীয় কর্মকর্তার উচ্চ শিক্ষা শেষে ফেরতকালে একটি করে কম্পিউটার আনার ক্ষেত্রে সরকার হয়ত কিছু ট্যাক্স হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু এ থেকে দেশ ও জাতির লাভ হবে। অনেক অনেক বেশি। এ বিনিয়োগ অনেক অনেক সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। কারণ, শিক্ষিত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানব সম্পদই জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ। সভ্যতা, সমৃদ্ধি সম্পদ ও শান্তি বিনির্মাণে তার কোন বিকল্প নেই।